বি.এন.পি'র ইশতেহারে ৩৬ দফা অঙ্গীকার

'ে দশ বাঁচাও, মানুষ বাঁচাও'-স্লোগানকে সামনে রেখে বিএনপি আসন্ন নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ইশতেহার ঘোষণা করেছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমুল্য কমিয়ে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসা, উৎপাদন বাড়িয়ে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা, সন্ত্রাস এবং দুর্নীতি দমন, বিদুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জাতীয় সংসদকে কার্যকর করতে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবসহ নানা বিষয় রয়েছে ইশতেহারে। ইশতেহারের ৩৬ দফা প্রতিশ্রুতির মধ্যে শক্তিশালী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠান সামাজিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের বিষয়গুলো প্রাধান্য পেয়েছে।

বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া গতকাল দলের স্থায়ী কমিটির সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে হোটেল শেরাটনের বলরুমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় গেলে '৭৪-এর বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল করা হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় সংশোধনী আনা হবে। বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার নিয়োগ এবং স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারকে দলীয় পদে না রাখা, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ৩০ দিনের মধ্যে সম্পদের হিসাব প্রদানসহ গুরুত্বপুর্ণ বেশ কিছু নতুন বিষয়ও স্থান পেয়েছে বিএনপির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে। ইশতেহার ঘোষণা করে খালেদা জিয়া বলেছেন, নবম সংসদে নির্বাচিত হলে বিএনপি আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতার ভিত্তিতে জাতীয় ইস্যুগুলোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে।

দেশ-বিদেশের প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার বিপুলসংখ্যক সাংবাদিক, দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ, দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও ব্যবসায়ীসহ পেশাজীবী সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ, জোটভুক্ত শরিক দলের নেতৃবৃন্দ, কুটনৈতিক মিশনের প্রতিনিধি, গণমাধ্যমের শীর্ষ ব্যক্তিবর্গ, পেশাজীবী নেতৃবৃন্দ, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধি এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বিকাল ৪টায় হোটেল শেরাটনের বলরুমে কোরআন তেলাওয়াতের মধ্যদিয়ে বিএনপির ইশতেহার ঘোষণার অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর জাতীয় সঙ্গীত ও দলীয় সঙ্গীত (প্রথম বাংলাদেশ) পরিবেশন করা হয়। ইশতেহার ঘোষণার সময় মুল মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন দলের মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন, স্থায়ী কমিটির

সদস্য চৌধুরী তানভীর আহমেদ সিদ্দিকী, ড. আরএ গণি, অ্যাডভোকেট খন্দকার মাহবুবউদ্দিন আহম্মাদ ও এম শামসুল ইসলাম।

'দেশ বাঁচাও, মানুষ বাঁচাও'-এই মুল বিষয়কে সামনে রেখে ইশতেহারটি প্রণয়ন করা হয়েছে। ইশতেহার ঘোষণা করে খালেদা জিয়া আশা প্রকাশ করেন, দেশের মানুষ এই কর্মসুচিকে সমর্থন করে ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনে বিপুলভাবে বিএনপি ও চারদলীয় জোটকে বিজয়ী করবে। বিকাল ৪টা থেকে টানা ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট খালেদা জিয়া দলের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেন। পরে ৩২ পৃষ্ঠার লিখিত ইশতেহারের কপি উপস্থিত সবার মধ্যে বিতরণ করা হয়। বিএনপি নেতারা বলেছেন, মুল ইশতেহারের আলোকে তৈরি বক্তৃতা পাঠ করা হয়েছে। বক্তৃতার বাইরেও আরো বেশ কিছু বিষয় বিস্তারিতভাবে ইশতেহারের কপিতে স্থান পেয়েছে। বক্তব্যের শুরুতেই মুক্তিযুদ্ধে শহীদ এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান খালেদা জিয়া।

ইশতেহার ঘোষণাকালে বেগম খালেদা জিয়া ভবিষ্যতে দল ও রাষ্ট্রে গণতন্ত্র চর্চার ওপর বিশেষ জোর দেন। ইশতেহারে বলা হয়েছে, নির্বাচনের মাধ্যমে যথাসময়ে ও নিয়মিত জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করা হবে। এতে আরো বলা হয়েছে, বিএনপি নির্বাচিত হলে উচ্চতর আদালতে বিচারক নিয়োগের ব্যাপারে সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতির মতামতকে প্রাধান্য দেয়ার বিধান করা হবে। প্রয়োজনে তিনি তার সিনিয়র সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করে সুপারিশ দেবেন।

ইশতেহারে বলা হয়েছে, দল ক্ষমতায় গেলে চট্টগ্রামে গভীর সমুদ্রবন্দর ও পদ্মা সেতু নির্মাণ ত্বরান্বিত করার উদ্যোগ নেয়া হবে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে পর্যায়ক্রমে সবার জন্য স্বাস্থ্যবীমা চালু করা হবে। মেয়েদের জন্য ডিগ্রি পর্যন্ত বিনাবেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। পানি, বায়ু ও সৌরশক্তি উৎপাদন এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হবে। প্রবাসীদের ভোটার করা হবে। প্রতিটি পরিবার থেকে সক্ষম অন্তত একজনের চাকরির ব্যবস্থা করা হবে। যাদের জীবন ধারণের উপযোগী কোনো কাজের ব্যবস্থা করা যাবে না-তাদের জন্য পর্যায়ক্রমে বেকার ভাতা চালু করা হবে। পর্যায়ক্রমে সব অসচ্ছল নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্যবীমা চালু করা হবে। সারাদেশে স্পেশাল ইকোনমিক জোন প্রতিষ্ঠা করা হবে।

ইশতেহার ঘোষণাকালে বেগম খালেদা জিয়া বলেন, একটি অসাম্প্রদায়িক, উদারপন্থী, সহিষ্ণু এবং শান্তিপ্রিয় জাতি হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশকে মৌলবাদী, উগ্রপন্থী ও সহিংস জাতি হিসেবে চিহ্নিত করার যে অপতৎপরতা চালানো হচ্ছে, তা কার্যকরভাবে প্রতিহত করা হবে। তিনি বলেন, জাতীয় অর্থনীতি এবং দেশের ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টিকারী সব কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার প্রশ্নে জাতীয় সমঝোতা অর্জনের চেষ্টা করা হবে।

বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, সমাজের সব স্তরে এবং সব শ্রেণীর মধ্যে দুর্নীতির প্রসার ঘটেছে। এ বিষয়ে দেশ ও বিদেশে ব্যাপক এবং অনেক ক্ষেত্রে অতি প্রচারণা হয়েছে। ফলে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ সৎ ও নৈতিক জীবন-যাপন করলেও বিশেষত বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমুর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ অবস্থার পরিবর্তন আনতে হবে। সে লক্ষ্যে জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম প্রধান বাধা দুর্নীতির অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য আমরা কঠোর হাতে দুর্নীতি দমন এবং দুর্নীতির উৎসমুখ বন্ধের কর্মসুচি নিয়েছি। দুর্নীতি দমন কমিশনকে স্বাধীন, নিরপেক্ষ এবং সংবিধান ও আইনের অধীনে কার্যকরভাবে কাজ করার সুযোগ দেয়া হবে।

ইশতেহারে বলা হয়েছে, নির্বাচনের পর ক্ষমতাসীন হলে বিএনপি সরকার সবার আগে আইন-শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠা এবং সন্ত্রাস দমনের কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে এবং সেই লক্ষ্যে জনগণের জান, মাল ও সম্ভ্রম রক্ষা এবং দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় আমরা ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে আইনবিরোধী কার্যক্রম এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী কার্যক্রম কঠোরভাবে দমন করব।

খালেদা জিয়া বলেন, নির্বাচিত হলে বিএনপি সরকার যতদ্রুত সম্ভব বিদ্যুৎ, কয়লা ও গ্যাসের উৎপাদন বাড়ানোর ব্যবস্থা করবে এবং জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে তা ব্যবহার করা হবে। বিবিয়ানায় ৪৫০ মেগাওয়াট, সিরাজগঞ্জে ৪৫০ মেগাওয়াট এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তা ও স্থানীয় বিভিন্ন ব্যাংকের অর্থায়নে মাঝারি এবং ছোট পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত

করা হবে। পানি, বায়ু ও সৌরশক্তি উৎপাদন এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হবে।
তিনি বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় গেলে সরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য বেতন এবং মজুরি কমিশন গঠন করা হবে। ব্যক্তিখাতের শ্রমিকরা যাতে ন্যায্য মজুরি সময়মত পায় তার আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।
বিএনপি চেয়ারপার্সন বলেন, গত দু'বছরে মানবাধিকার মারাত্মকভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। এমন পরিস্থিতি পুনরাবৃত্তি রোধের লক্ষ্যে মানবাধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘের সর্বজনীন ঘোষণা বাস্তবায়ন করা হবে। নাগরিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার সম্পর্কিত সব আন্তর্জাতিক সনদ বাস্তবায়নের চেষ্টা জোরদার করা হবে। মানবাধিকার কমিশনকে সুষ্ঠুভাবে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে।
কার্যকর সংসদ প্রসঙ্গে ঃ ইশতেহার ঘোষণার সময় বেগম খালেদা জিয়া ঘোষণা করেন, জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট সব বিষয়ে সংসদ ও সংসদের বাইরে আলোচনা করে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়ার উদ্যোগ নেব। জাতীয় সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে সংসদে বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত করব। তিনি বলেন, সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনের মধ্যেই সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলো গঠন করা হবে। স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান পদে বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদেরও মনোনীত করা হবে। সংসদ অধিবেশন বর্জন বা বয়কট করার প্রবণতা রোধের লক্ষ্যে সমঝোতার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কয়েকটি বিষয়ে ঐকমত্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হবে। এগুলো হচ্ছে, সব সংসদ সদস্য, সংসদের কার্যপ্রণালি বিধি যথাযথভাবে মেনে চলবেন। প্রয়াত কোনো জাতীয় নেতার প্রতি কোনো সংসদ সদস্য অসৌজন্য কিংবা মানহানিকর বক্তব্য দেবেন না। সংসদের অনুমতি ছাড়া একাদিক্রমে ৩০ দিনের বেশি কোনো সংসদ সদস্য সংসদে অনুপস্থিত থাকতে পারবেন না। এতে আরো বলা হয়েছে, সংসদে বিরোধী দল যাতে একটি সম্মানজনক এবং কার্যকর ভুমিকা পালন করতে পারে সেজন্য সব ধরনের সহযোগিতা করবে বিএনপি।
ইশতেহারে বলা হয়েছে, নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে শীর্ষ ব্যক্তিদের নিয়োগ পদ্ধতি প্রস্তাবের জন্য একটি সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটি গঠন করা হবে এবং তাদের পরামর্শক্রমে প্রাসঙ্গিক পদ্ধতি নির্ধারণ করা হবে, যাতে ভবিষ্যতে কখনো এসব পদে নিযুক্তদের নিয়ে কোনো বিতর্কের অবকাশ না থাকে।
ইশতেহার ঘোষণাকালে খালেদা জিয়া বলেছেন, বিদ্যমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা নিয়ে জাতীয় সংসদে বিস্তারিত আলোচনা করে প্রতি ৫ বছর পরপর যথাসময়ে যাতে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হবে।
গঠনমুলক রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে ঃ বিএনপি নির্বাচিত হলে রাজনৈতিক দল এবং দলীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে বিরাজমান হিংসা, দ্বেষ ও শত্রুতার সংস্কৃতির অবসান ঘটিয়ে গঠনমুলক রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া হবে। সরকার ও বিরোধী দলগুলোর মধ্যে শত্রুতা এবং পরস্পরকে হেয় কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত করার প্রবণতা দুর করে গঠনমুলক বিরোধিতা ও সমালোচনার সংস্কৃতি অনুশীলনে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে ঐকমত্য সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া হবে। জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অব্যাহত রাখা এবং সন্ত্রাস ও দুর্নীতি দমনের মতো জাতীয় গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে দেশের সব রাজনৈতিক দল ও সামাজিক শক্তি যাতে ঐক্যবদ্ধ থাকে, সেজন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং এসব বিষয়ে সবার মতামত ও পরামর্শকে যথাযথভাবে গুরুত্ব দিয়ে সম্মিলিতভাবে কাজ করা হবে।
অন্যান্য প্রসঙ্গ ঃ ইশতেহারে বলা হয়েছে, শিক্ষা ব্যবস্থাকে গণমুখী ও কর্মমুখী করার লক্ষ্যে দায়িত্ব গ্রহণের ১০০ দিনের মধ্যে যোগ্য ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি পরামর্শক কমিটি গঠন করে তাদের পরামর্শ মোতাবেক সবার জন্য গণমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা কার্যকর করা হবে। দেশের সব নাগরিকের জন্য যথোপযুক্ত শিক্ষা লাভের দ্বারা অবারিত করা হবে এবং আগামী ৫ বছরের মধ্যে যাতে দেশের কোনো মানুষ নিরক্ষর না থাকে এবং কোনো শিশু যাতে শিক্ষাঙ্গনের বাইরে না থাকে তা নিশ্চিত করা হবে।
পদ্মা সেতু নির্মাণ, ঢাকা-চট্টগ্রাম হাইওয়েকে চার লেনে উন্নীত করার কাজ দ্রুত সমাপ্ত করা, রাজধানীসহ বড় শহরগুলোতে নতুন সড়ক, ফ্লাইওভার ও ঢাকায় এলিভেটেড মনোরেল নির্মাণ এবং বাংলাদেশ বিমানকে লাভজনক করার ব্যবস্থা নেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখতে নতুন নীতিমালা প্রণয়ন, শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দেন খালেদা জিয়া।
সংবিধান ও মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ সমুন্নত রেখে 'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়'-এ মনোভাব নিয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করা হবে।
বিএনপির ইশতেহারে বলা হয়েছে, দলটি ক্ষমতায় গেলে দেশপ্রেমিক প্রতিরক্ষা বাহিনীকে আধুনিক ট্রেনিং, টেকনোলজি ও সমরাস্ত্র দিয়ে আরো সংগঠিত ও শক্তিশালী করা হবে। প্রতিরক্ষা বাহিনীতে নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদায়নের বিষয় বিবেচনা করা হবে মেধা, দক্ষতা ও যোগ্যতা ও চারিত্রিক গুণাবলি এবং সিনিয়রিটির মাপকাঠিতে। গ্রামের দুস্থ মহিলাদের জন্য ভিজিডি প্রকল্প ও কাজের বিনিময়ে খাদ্য কিংবা অর্থ প্রদানের কর্মসুচি জোরদার করা হবে
প্রবীণবান্ধব নীতিমালা প্রণয়ন ও কার্যকর করে দেশের প্রায় ১ কোটি প্রবীণ অসহায় নারী-পুরুষের জীবনের শেষ দিনগুলো যাতে শান্তি, মর্যাদা ও নিরাপত্তায় কাটে তার ব্যবস্থা নেয়া হবে। যুদ্ধাহত ও দুস্থ মুক্তিযোদ্ধা, প্রবীণ ও দুস্থ মানুষ এবং সহায়হীন বিধবাদের ভাতা বৃদ্ধি করা হবে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের সব অপচেষ্টা কঠোরভাবে দমন করা হবে।
পরামর্শক কমিটি গঠন প্রসঙ্গে ঃ ইশতেহারে বলা হয়েছে, জনগণের কল্যাণ ও দেশের উন্নয়নে সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত গ্রহণে অভিজ্ঞ দেশে ও দেশের বাইরে অবস্থানকারী বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞদের মতামত ও পরামর্শ নেয়ার লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, বিদ্যুৎ, খনিজসম্পদ, পানিসম্পদ, আইন ও বিচার, স্থানীয় সরকার, প্রতিরক্ষা, নারী উন্নয়ন, শিশু কল্যাণ, যোগাযোগ ও গণপরিবহন, পরিবেশ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, গণমাধ্যম, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি, মানবসম্পদ, কর্মসংস্থান, শ্রমকল্যাণ, সমবায়, মানবাধিকার, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ও সন্ত্রাস দমনসহ বিভিন্ন বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে 'পরামর্শ কমিটি' গঠন করা হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত এসব কমিটিকে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা দেয়া হবে এবং তাদের মতামত ও পরামর্শের যথাযথ মুল্যায়ন করা হবে।
বেগম জিয়া বলেন, আমরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি, দল-মত নির্বিশেষে সব দেশপ্রেমিক মানুষই দেশ ও জনগণের কল্যাণ চান। আমরা আমাদের কমসুচি বাস্তবায়নে দেশের সব রাজনৈতিক দলসহ সব শ্রেণী-পেশার মানুষের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করি। নানা সমস্যায় জর্জরিত এক বিশাল জনগোষ্ঠীর আবাসস্থল আমাদের প্রিয় মাতৃভুমির সব সমস্যার সমাধান কোনো একক ব্যক্তি, দল কিংবা জোটের পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের সবার সম্মিলিত প্রয়াস দিয়েই শুধু আমরা দেশবাসীকে সুখ ও সমৃদ্ধি উপহার দিতে পারব ইনশা আল্লাহ। বিএনপি চেয়ারপার্সন বলেন, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের যারা এবারই প্রথম ভোটার হয়েছেন তাদের আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই তরুণদের স্বপ্নের সমৃদ্ধ ও শান্তিপুর্ণ বাংলাদেশ গড়ার যে পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করেছি, তা বাস্তবায়নে তারুণ্যের উদ্দীপনা নিয়ে তারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে আশা করি।
ইশতেহার ঘোষণাকালে বেগম জিয়া বলেন, সাম্প্রতিককালে জাতিকে যে অন্ধকারে নিপতিত করা হয়েছে তা থেকে উত্তরণের পথ আমাদের অবশ্যই খুঁজে পেতে হবে। তবে সেজন্য আমাদের নিজেদেরই সর্বাত্মক চেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। মহান বিজয়ের মাসে অনুষ্ঠিতব্য আসন্ন নির্বাচন আমাদের জন্য সেই অপার সম্ভাবনা বাস্তবায়নের সুযোগ নিয়ে এসেছে। লাখো শহীদের মহান আত্মত্যাগের ফসল আমাদের এই প্রিয় মাতৃভুমির জনগণ সিদ্ধান্ত নিতে কখনো ভুল করেনি। এবারো নির্বাচনে তারা সঠিক রায় দিয়ে আমাদের দেশের এবং দেশবাসীর জন্য শান্তি, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার দায়িত্ব দেবেন বলে আশা করি।